Vol. 31 | No. 3 | 198

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কালিদাসের মালবিকা

Volume	31
Issue	3
Year	198
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	দুলাল ভৌমিক
Published online	June 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v31i3.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i3.9
Pages	217-225
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

ডক্টর নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস ।। কালিদাসের মালবিকা ।। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।। প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৩ (মে ১৯৮৬) ।। প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবীব ।। পৃষ্ঠা : [পাঁচ] + (১-৫০) + (৫১-১১৬) ।। মূল্য : ৫০ টাকা

'কালিদাসের মালবিকা' ডক্টর নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাসের কালিদাস-বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'কালিদাসের শকুন্তলা'-য় তাঁর যে রচনার ধারা বা বৈশিষ্ট্য তা মালবিকাতেও প্রবহমান। 'মুখবন্ধ'সহ 'কালিদাসের মালবিকা' প্রধানতঃ চতুরংশে বিভক্ত—মুখবন্ধ, ভূমিকা, কালিদাসের মালবিকা (মূল অংশ) এবং পরিশিষ্ট। ভূমিকা ও পরিশিষ্ট আবার একাধিক অংশে বিভক্ত। অবস্থানের ক্রমানুসারে নিম্নে এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হল।

মুখবন্ধের প্রথম দিকে লেখক কাহিনী ও চরিত্রগত দিক থেকে মহাকবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম্, বিক্রমোর্বশীয়ম্ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাট্য-ত্রয়ের এক সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় এটাই প্রতিপাদিত হয়েছে যে, উক্ত নাট্যত্রয়ের মধ্যে মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর ঘটনা ও চরিত্রসমূহ যতটা লোকানুগ বা লৌকিক, অপর দুটির ততটা নয়, অপর দুটির ঘটনা ও কয়েকটি চরিত্র লৌকিক জীবন থেকে অনেক দূরবর্তী; কোন কোনটিতো ইহলৌকিকই নয়। তাঁরই ভাষায় "এ নাট্যে (অর্থাৎ, মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এ)"[১] নায়ক অগ্নিমিত্র যেমন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি (শুঙ্গযুগীয় রাজা), তেমনি নায়িকা থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি চরিত্রই লৌকিক এবং লোকবৃত্ত প্রকাশক ঘটনা-বিন্যাসও সে যুগের প্রাত্যহিক প্রতিবেশ নির্ভর। কালিদাসের অন্য দুটি নাটকের চরিত্রচিত্রণে ও ঘটনা-সংস্থাপনে লৌকিক জীবনের এই বিশ্বস্ত বাতাবরণ বহুলাংশে অনুপস্থিত। 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের নায়িকা উর্বশী স্বর্গের দেবতোষিণী নৃত্যপটীয়সী অপ্সরা, মেনকা-রম্ভার সগোত্রীয়া। আর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে

নায়িকা শকুন্তলা নিজে অপ্সরা না হলেও অপ্সরানন্দিনী তো বটে। উভয় নাটকেরই নায়ক (যথাক্রমে পুরূরবা ও দুষ্যন্ত) দেবগুণান্বিত এবং দেবলোক স্বর্গরাজ্যে তাঁদের বিচরণ সচ্ছন্দ। এদিক দিয়ে মালবিকাগ্নিমিত্রের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যযোগ্য।"[২]

'কালিদাসের শকুন্তলা'র ন্যায় 'কালিদাসের মালবিকা'-য়ও লেখক সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন গ্রন্থের ভূমিকার উপর। ফলে তাঁর গ্রন্থের ভিত হয়েছে দৃঢ়তর। পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকা পাঁচটি অংশে বিভক্ত। নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল—

নাট্যোৎপত্তি অংশের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি। 'ভরতনাট্যশাস্ত্রে'র প্রথম অধ্যায় অবলম্বনে লেখক এখানে সংস্কৃত নাট্য-স্বষ্টির উদ্দেশ্য ও উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনার পূর্বে 'ভরতনাট্যাশাস্ত্র' গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করেছেন।

নাটকের সৃষ্টি ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভরত ও আত্রেয়াদি মুনি-গণের মধ্যে যে-সব কথা-বার্তা হয়েছিল লেখক তা অতিশয় সংক্ষেপ করে পাঁচটি প্রশ্নোত্তরাকারে এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। এক কথায় একে ভরতনাট্যশাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ের সারসংক্ষেপও বলা চলে। এই অংশের শেষভাগে লেখক তৎকালীন ও বর্তমান তথা সর্বকালের সর্বসমাজের একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সেটি হল, শাসক-শাসিতের, শোষক-শোষিতের শ্রেণীগতদ্বন্দ্ব। নাট্যশাস্ত্রের প্রথমাধ্যায় থেকে জানা যায় যে—ইন্দ্রধ্বজোৎসবে দেবসভায় প্রথম যে নাটকের অভিনয় হয়েছিল তাতে দেবতাদের হাতে অসুরদের পরাজয় দেখানো হয়েছিল এবং অসুরদের বলা হয়েছিল অশুভ, অনার্য। এতে অসুরগণ অপমানবোধ করে এবং এই নবোদ্ভূত নাটকের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ইন্দ্রের অস্ত্রাঘাতে কেউ কেউ মারাও যায়। অবশেষে ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয়।

আমরা যাদের অসুর ও অনার্য বলে জানি, আধুনিক কোনো কোনো সমালোচকের মতে তারাই ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের আদিবাসী এবং তথা-কথিত দেবতারা ছিল বহিরাগত।[৩] আধুনিক যুগেও বারবার যেমন এই

ভারতবর্ষ বিদেশী বা বহিরাগত কর্তৃক হয়েছে আক্রান্ত ও শাসিত-শোষিত এবং ভারতবর্ষীয়রা তাদের ভাষায় 'কালা আদমী', 'নেটিভ' ইত্যাদি ঘৃণ্য অভিধায় আখ্যায়িত হত, তাদের মতে উক্ত দেবতারাও ছিল তৎকালীন ভারতবর্ষে বহিরাগত, হয়তো বা ভিন্ন কোন গ্রহের মানুষ বা মানুষজাতীয় জীব।[8] তারা শুধু ভারতবর্ষকেই নয়, গোটা পৃথিবীকেই বারবার আক্রমণ করেছে, করেছে শাসন ও শোষণ এবং তাদেরই যে অংশ ছিল ভারতবর্ষের শাসক—সেই ইন্দ্রাদি দেবগণ ভারতবর্ষে আদিবাসীদের বলত অসুর, অনার্য বা অশুভশক্তি। তাই দেবভাষায় যারা অসুর, অনার্য বা অশুভ, ভারতবর্ষের সেই আদিবাসীরা যখন সর্বপ্রথম দেবসভায় দেবরচিত নাটকের অভিনয়ে নিজেদের অবমানিত ও বিনাশিত হতে দেখল তখন তারা তাকে ক্ষমতাসীন দেবতাদের উদ্দেশ্যমূলক ঘটনা বলেই বিবেচনা করল এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল ; তারা দুর্বার হয়ে উঠল এর ধ্বংস-চেষ্টায়। পরে অবস্থা বেগতিক দেখে ব্রহ্মা তাদের ডেকে পাঠালে তারা নাট্যবেদে অর্থাৎ নাটকে তাদের যথাযথ ভূমিকা ও অধিকারের দাবী করল এবং ব্রহ্মাও মিষ্ট কথায় তাদের ভুলিয়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করলেন। ভরতনাট্য-শাস্ত্রে নাটকের সৃষ্টিলগ্নে এই যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিচয় আমরা পাই, সে দ্বন্দ্ব বর্তমান সমাজেও সদাদৃষ্ট। সমাজের এই চিরন্তন শ্রেণীদ্বন্দ্ব সম্পর্কে লেখক এই অংশের শেষভাগে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

পরবর্তী অংশে পঞ্চাবস্থা, পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি, পঞ্চ সন্ধি এবং পরে মালবিকা-গ্নিমিত্রম্-এ এদের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। 'কালিদাসের শকুন্তলা'-য়ও লেখক এতদ্বিষয়ে যথাযোগ্য আলোচনা করেছেন। তবে সেখানে সমুদয় সংস্কৃত উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত 'সাহিত্যদর্পণ' থেকে এবং এখানে গ্রহণ করেছেন 'ভরতনাট্যশাস্ত্র' থেকে। তবে বিষয়গত বক্তব্যে দুই ক্ষেত্রে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। মালবিকাগ্নিমিত্র : বস্তুসংক্ষেপ ওঅঙ্ক বর্ণনা অংশের প্রথমেই লেখক মালবিকাগ্নিমিত্রম্ এর পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন এবং পরে প্রতি অঙ্কের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। নাটকটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে জানার জন্য এ অংশটি যথেষ্ট।

নাট্যঘটনার কাল ও স্থান নির্ণয় অংশে লেখকের বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য। সূক্ষ্মবিচারশক্তি ও বিশ্লেষণক্ষমতাপ্রসূত তাঁর এই কাল ও স্থান

নির্ণয় অনেকটা অনুমাননির্ভর হলেও পরিবেশিত যুক্তির ভিত্তিতে তাঁর সিদ্ধান্ত উপেক্ষণীয় নয়। বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে নাটকটি পাঠ করলে এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হবে। এই অংশের শেষদিকে মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর দৃশ্য-পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক নাটকে দৃশ্য-পরিকল্পনা যেমন সুস্পষ্ট এবং চিহ্নিত থাকে, সংস্কৃত নাটকে তেমন নয়। এখানে অঙ্কমধ্যে দৃশ্যাবলী পৃথকভাবে প্রদর্শিত হয়নি। কাজেই সকলের পক্ষে দৃশ্য-পরিকল্পনা সহজ-বোধ্য নয়। লেখক এখানে মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর সবক'টি অঙ্কের দৃশ্য-পরিকল্পনা সার্থকভাবে পরিস্ফুট করেছেন। এতে সমগ্র নাট্যঘটনার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের চরিত্রাবলী অংশে লেখক নাটকের স্ত্রী-পুরুষ চরিত্রাবলী এবং নাটকে উল্লিখিত কিন্তু মঞ্চে দৃষ্ট নয় এমন চরিত্রাবলীও উল্লেখ করেছেন এবং সংক্ষেপে তাদের পরিচয়ও প্রদান করেছেন।

কালিদাসের মালবিকা গ্রন্থের মূল অংশ। লেখক কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্-এর করেছেন ভাবনির্ভর গদ্যানুবাদ, কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর অনুবাদ করেছেন নাট্যাকারে, হুবহু অনুবাদ। যে-কোন গ্রন্থের ভাবানুবাদ করা সহজ, কিন্তু মূল গ্রন্থের মূল ভাব বজায় রেখে তার হুবহু অনুবাদ করা সুকঠিন কাজ। এ-কাজে সাফল্য অর্জন সকলের পক্ষে সহজ নয়। আজ থেকে প্রায় দেড়হাজার / দুহাজার বছর আগে রচিত নাটকের মূল ভাব বজায় রেখে তাকে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক পাঠকের রুচিসম্মত করে ভাষান্তর করা দুরূহ কাজ নিঃসন্দেহে, কারণ তদানীন্তন সমাজ, তার সামাজিক এবং তাদের মন-মানসিকতা ও রুচির সঙ্গে বর্তমানের সাদৃশ্য যে ন্যূনতম তা সর্বজনস্বীকার্য। বাংলা ও ইংরেজী মিলিয়ে কালিদাসের মালবিকা-গ্নিমিত্রম্-এর বেশ কয়েকটি অনুবাদ আমরা দেখেছি। সে-গুলোর সবটাই যে সার্থক অনুবাদ হয়েছে তা নয়, তা সত্ত্বেও অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। সম্প্রতি 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভারে' (একাদশ খণ্ড) রত্না বসুর যে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা বেশ আধুনিক ও হৃদয়-গ্রাহী হয়েছে। ড. বিশ্বাসের অনুবাদটিও তাঁর সহজ সুন্দর শব্দচয়ন ও সুললিত বাক্য-বিন্যাসে যেমন হয়েছে আধুনিক পাঠকের সুরুচিসম্মত, তেমনি হয়েছে যথার্থ নাট্যগুণে গুণান্বিত। এক ভাষা থেকে অন্যভাষায় কিছু, বিশেষ করে কোন সাহিত্যকর্ম অনুবাদ করতে হলে উভয় ভাষায়ই

সমান ও গভীর দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। মহাকবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর এই অনুবাদটি ড. বিশ্বাসের সেই অসাধারণ দক্ষতারই পরিচায়ক। ড. বিশ্বাস প্রায় দু'হাজার বছরের প্রাচীন নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর উপর তাঁর অসাধারণ ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যবোধের স্পর্শ দিয়ে একে করে তুলেছেন আধুনিক পাঠকের হৃদয়গ্রাহী। দীর্ঘ সময়রূপ আবরণ থেকে তিনি "মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-রূপ কোরকটিকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। একদিকে এতে যেমন রয়েছে আধুনিকতার সুখস্পর্শ, অন্যদিকে তেমনি পুরোপুরিই বিধৃত হয়েছে মূল গ্রন্থের মূল ভাব বা নির্যাসটুকুও। কোন কোন সংস্কৃত নাটকের রচনারীতি, বিষয়বস্তু ও কথোপকথন আজকের পাঠকের রুচিসম্মত নাও হতে পারে, কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর বেলায় তেমনি নয়। ড. বিশ্বাস অনূদিত 'কালিদাসের মালবিকা' পড়লে মনেই হয়না যে, আমরা দু হাজার বছরের পুরনো কোন নাটক পড়ছি। মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর এই কালোত্তীর্ণ গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়েই পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বলেছেন, "এই নাটক, বাঙ্গালা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ন্যায়, যতবার পড়ি, নূতন; কখনো পুরাতন হইল না।"[৫]

নাটকটির আদ্যোপান্ত অনুবাদে ড. বিশ্বাসের সযত্ন প্রয়াস পরিলক্ষিত। অনুবাদে তাঁর সার্থকতা সর্বত্রই সুপরিস্ফুট। গদ্যেরতো বটেই পদ্যের অনুবাদেও তিনি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দু' একটি উদ্ধৃতি থেকে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। যেমন—

> "কারুর শিক্ষা নিজের মধ্যে সুসংগত, কেউ অপরের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রয়োগক্ষম; যিনি উভয় দিকেই সুদক্ষ তিনি শিক্ষকদের মধ্যে অগ্রাসনে আসীন।"[৬]

মূলশ্লোক—শ্লিষ্টা ক্রিয়া কস্যচিদাত্মসংস্থা সঙ্ক্রান্তিরন্যস্য বিশেষযুক্তা। যস্যোভয়ংসাধু স শিক্ষাকাণাং ধুরি প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য এব ॥ (১/১৬)

> "দয়িতার আলিঙ্গন সুখে বঞ্চিত শরীর কৃশ হয়ে যেতে পারে; তাকে ক্ষণেকের জন্যও দেখতে না পাওয়ায় চোখ হতে পারে অশ্রুপূর্ণ; কিন্তু হে হৃদয়, তোর তো সেই হরিণনয়নার সঙ্গে কখনও বিরহ ঘটেনি, তাহলে তুই কেন যথার্থ (সর্ব্বোচ্চ) সুখ লাভ করেও পরিতাপ করছিস?"[৭]

মূলশ্লোক—শরীরং ক্ষামং স্যাদসতি দয়িতালিঙ্গনসুখে
ভবেৎসাস্রং চক্ষুঃ ক্ষণমপি ন সাদৃশ্যত ইতি।
তয়া সারঙগাক্ষ্যা ত্বমসিন কদাচিদ্বিরহিতং
প্রসক্তে নির্বাণে হৃদয় পরিতাপং বহসিকিম্ ।। (৩/১)

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদ যেমন হয়েছে শ্রুতিমধুর ও আবেদনময়, তেমনি হয়েছে মুলের যথার্থ ভাবব্যঞ্জক। অনুবাদে সাবলীল গতিময়তারও অভাব ঘটেনি কোথাও।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর অনুবাদ করতে গিয়ে একদিকে যেমন ড. বিশ্বাস এর ভাব-গাম্ভীর্য ও নাট্যধর্মিতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, অন্যদিকে তেমনি একে মণ্ডিত করেছেন অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্যেও। তাঁর এই কাব্যগুণের বা কাব্যধর্মিতার পরিচয় বিশেষ করে শ্লোকানুবাদেই অধিক দৃষ্ট।

'কালিদাসের মালবিকা' আদ্যোপান্ত পাঠ করে যে যে ক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে আমার মতদ্বৈধতার কারণ ঘটেছে, সে-গুলো সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ আলোচনা-ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে করছি। প্রথমেই ধরা যাক কুমারী বসুলক্ষ্মীর সঙ্গে মহারানী ধারিণী ও অগ্নিমিত্রের সম্পর্কের বিষয়। ড. বিশ্বাস তাঁর গ্রন্থে বসুলক্ষ্মীকে বলেছেন ধারিণীর বোন এবং সেই সূত্রে অগ্নিমিত্র হন তার ভগ্নীপতি বা জামাইবাবু। সমগ্র নাটকে বকুলাবলিকার মুখে বসুলক্ষ্মীর একটি মাত্র উক্তি 'আউত্ত এসা মালবিকাত্তি [দাদাবাবু বা (জামাইবাবু), এর নাম মালবিকা।] (প্রথম অঙ্ক) থেকেই তার পরিচয় নির্ধারণ করা হয়েছে। 'আউত্ত' শব্দটির অর্থ নিয় মতদ্বৈধ আছে। কারও কারও মতে 'আউত্ত' শব্দটি সংস্কৃত 'আবু' শব্দের প্রাকৃতরূপ। 'আবুত্ত' শব্দের অর্থ ভগ্নীপতি[৮] এই অর্থে বসুলক্ষ্মী ধারিণীর বোন-ই হয়। কিন্তু 'আউত্ত' শব্দ সম্পর্কে কেউ কেউ ভিন্নমতও পোষণ করেছেন। "অধ্যাপক এস. পি. পণ্ডিতের মতে আবুত্ত শব্দটি সংস্কৃত 'আর্যপুত্র' শব্দের প্রাকৃতরূপ। তাঁর মতে বসুলক্ষ্মী ধারিণীর কন্যা ছিল। এবং মায়ের অনুকরণে সে অগ্নিমিত্রকে 'আবুত্ত' (বা আউত্ত) সম্বোধন করেছে।"[৯] পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত কালিদাস-গ্রন্থাবলীতে আবার 'আউত্ত' শব্দের পাঠান্তর দেখা যায়, সেখানে আছে, "অজ্জ! এসা মালবিত্রাত্ত।"[১০] (আর্য্য! উহার নাম মালবিকা)। এতে বসুলক্ষ্মী যে ধারিণীর কন্যা ছিল এই তথ্যই প্রমাণিত হয়। শুধু

তাই নয়, চতুর্থাঙ্কের তাৎপর্যে তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, বসুলক্ষ্মী ধারিণীর কন্যা "যে ধারিণী তাঁহার (অগ্নিমিত্রের দ্বিতীয় স্ত্রী ইরাবতীর) জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তির মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন, বসুলক্ষ্মী তাঁহারই কন্যা।"[১১] নাটকে যে-সব তথ্য পাওয়া যায় তাতেও বসুলক্ষ্মী যে ধারিণীর কন্যাই ছিল এই মতটাই যেন সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর বাক্যালাপে স্ত্রী সাধারণতঃ স্বামীকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করে এবং তদনুরূপ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে। কিন্তু অনুবাদে 'কালিদাসের মালবিকা'-র পঞ্চমাঙ্কে (১০৬ পৃষ্ঠায়) দেখা যায় এই রীতির বৈপরীত্য ঘটেছে। অগ্নিমিত্রের প্রতি দেবী ধারিণীর দু'একটি উক্তি থেকে এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। যেমন—

দেবী (মালবিকাকে হাতে ধরে) আর্যপুত্র, প্রিয়নিবেদনের (যাগ) এই পারিতোষিকাটি গ্রহণ কর। (রাজা সলজ্জভাবে নিরুত্তর রইলেন)।

দেবী (মৃদু হেসে) আর্যপুত্র কি আমাকে অনাদর করতে চাও?

এই উক্তি দুটিতে 'কর' ও 'চাও' না হয়ে যথাক্রমে 'করুন' ও 'চান' হওয়া উচিত ছিল, কারণ গ্রন্থের সর্বত্র এই রীতিই অনুসৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ১০৭ পৃষ্ঠায় দেবী ধারিণীর একটি উক্তি লক্ষণীয়—

(মালবিকাকে অবগুণ্ঠিত করে) এখন (একে) গ্রহণ করুন আর্যপুত্র।

লেখক যে-কোন একটি রীতি অনুসরণ করতে পারতেন। আধুনিক রীতি অনুসরণ করে সর্বত্রই 'চাও', 'কর' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে পারতেন। প্রাচীন নাটকের এরূপ আধুনিকীকরণ দোষাবহ নয়। তবে স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলে সম্বোধন করে তদুদ্দেশ্যে 'চাও', 'কর' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহার শ্রুতিকটু মনে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে দুটি শব্দের বানান-বিষয় একটু আলোচনার অবকাশ আছে বলে মনে হচ্ছে। শব্দ দুটি হল 'উল্লেখিত' এবং 'সচ্ছন্দ'। গ্রন্থের মুখবন্ধে 'সচ্ছন্দ' শব্দটির প্রয়োগ আইনানুসারে হয়নি বলে আমার ধারণা। 'সচ্ছন্দ' শব্দটির' অর্থ 'ছন্দে বা একই ছন্দে রচিত' এমন কিছু। আর 'স্বচ্ছন্দ' শব্দের অর্থ সাবলীল, স্বাধীন, অনায়াস ইত্যাদি। লেখক মনে হয় এখানে

'স্বচ্ছন্দ' অর্থেই 'সচ্ছন্দ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বাক্যটি তুলে ধরলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। বাক্যটি হল—"উভয় নাটকেরই নায়ক (যথাক্রমে পুরূরবা ও দুষ্যন্ত) দেবগুণান্বিত এবং দেবলোক স্বর্গরাজ্যে তাঁদের বিচরণ সচ্ছন্দ।" মুদ্রণপ্রমাদও হতে পারে। তবে এটা লেখকের সচেতন প্রয়োগও হতে পারে, কারণ তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'কালিদাসের শকুন্তলা'-র ভূমিকার চতুর্থ পৃষ্ঠায়ও 'সচ্ছন্দ' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় (কালিদাস তাঁর সচ্ছন্দ লেখার মধ্যে কাউকে বিদ্রূপ করবেন এটা ভাবা যায়না)।

ভূমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'উল্লেখিত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি এখানে কথিত, উক্ত, বলা বা উল্লেখ করা হয়েছে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ব্যুৎপত্তি-বিশ্লেষণে শব্দটি ভুল প্রমাণিত হয়। উক্তার্থে শুদ্ধ শব্দটি হল "উল্লিখিত' (উৎ-√লিখ্+ত বা ক্ত প্রত্যয়)। এটি একটি বিশেষণবাচক পদ। তবে 'উল্লেখ' (উৎ-√লিখ্+অ বা ঘঞ্ প্রত্যয়) শব্দটি শুদ্ধ, এটি বিশেষ্যপদ, অর্থ—কথন, বর্ণন ইত্যাদি। 'উল্লেখ'-এর সঙ্গে ত বা ক্ত প্রত্যয় যুক্ত হয়না, কারণ ত বা ক্ত কৃৎ প্রত্যয়, কৃৎ প্রত্যয় সর্বদা ধাতুর উত্তর বসে, শব্দের উত্তর নয়। তবে শব্দটি যেহেতু গ্রন্থে একবারমাত্র ব্যবহৃত হয়েছে তাই এটা মুদ্রণপ্রমাদও হতে পারে।

গ্রন্থের শেষ অংশ হচ্ছে 'পরিশিষ্ট'। পরিশিষ্টের প্রথমভাগ 'শ্লোকানুবাদের সূচী'। মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এ যতগুলো শ্লোক (সর্বমোট ৯৬ টি, আর. ডি. কর্মকার সম্পাদিত **Malavikagnimitra of Kalidasa** অনুসারে) আছে, অঙ্কের ক্রমানুসারে, সে-সবের আদ্যাংশ, অনুবাদের আদ্যংশ, শ্লোক সংখ্যা এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা এই অংশে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থে যেহেতু নাটকের মূল সংস্কৃত পাঠ নেই, সেহেতু শ্লোকানুবাদের এই সূচী এভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় সংস্কৃতের ছাত্ররা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। গ্রন্থমধ্যে শ্লোকের অনুবাদ খুঁজতে বিন্দুমাত্রও বেগ পেতে হবেনা ছাত্রদের।

এরপর রয়েছে 'মালবিকাগ্নিমিত্রের সূক্তি সংগ্রহ'। এই অংশটি 'কালিদাসের শকুন্তলা'-য় নেই। এই অংশে মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর যত সুন্দর, মহৎ ও নীত্যুপদেশমূলক কথা রয়েছে তা অঙ্কগতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। শুধু এই অংশ পড়েই একজন সাধারণ পাঠক মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এর সাহিত্যিক মূল্য এবং কালিদাসের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও গভীর অনুসন্ধান, জ্ঞান ও শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা এবং

সাহিত্যে উপমা প্রয়োগে তিনি যে শ্রেষ্ঠ ('উপমা-কালিদাসস্য') তা অনুধাবন করতে পারবেন। এই অংশটি যুক্ত হওয়ায় গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুখবন্ধের শেষে লেখক সন্দিগ্ধ মনে বলেছেন, "এ গ্রন্থ পাঠ করে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলে এবং সংস্কৃত নাটক ও কালিদাসের প্রতি নাট্যানুরাগী পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি হলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।" গ্রন্থখানি পড়ে আমার এই প্রত্যয় জন্মেছে যে, 'কালিদাসের মালবিকা' পাঠ করে শিক্ষার্থিগণ যে উপকৃত হবেন এবং 'নাট্যানুরাগী' পাঠকগণও যে 'সংস্কৃত নাটক ও কালিদাসের প্রতি' অধিকতর উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু হবেন, সে-ব্যাপার কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

উৎস-নির্দেশ

১ বন্ধনীটি আমার।

২ ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস, কালিদাসের মালবিকা, মুখবন্ধ, পৃ. ৩

৩ দেবতারা যে বহিরাগত বা ভিন্ন কোন গ্রহের মানুষ (বা মানুষ-জাতীয় জীব) ছিল এ-সম্পর্কে বিস্তৃত জানার জন্য বীরেন্দ্র মিত্রের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির', অজিত দত্ত অনূদিত 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন', 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৪ ৩ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৫ কালিদাস-গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৩৪৪

৬ কালিদাসের মালবিকা, পৃ. ৬১

৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৮ 'আবুত্তো ভগিনীপতিঃ' অমরকোষ ১.৩.৫৮ কিংবা শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, কলিকাতা, পৃ. ৪১১

৯ প্রসূন বসু (নির্বাহী সম্পাদক) সম্পাদিত 'সংস্কৃত সাহিত্য-সম্ভার' (১১ শ খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ২৫৫

১০ কালিদাস-গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৩৬, পৃ. ৩২৬

১১ ঐ, পৃ. ৪০৭